

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) সুরক্ষা প্রদান বিধিমালা, ২০২৬ -এর সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই কারসাজির কারণে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিগত সময়ে ১৯৯৬ এবং ২০১০ সালে পুঁজিবাজারে বড় ধরনের ধস পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পুঁজিবাজারের কারসাজির মাধ্যমে অনেক সময়ে অনেক কোম্পানির শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। এতে অনেক বিনিয়োগকারী নানা সময়ে বিনিয়োগ করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন এবং পুঁজিবাজারের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও অনেক বি/ও অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেক পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কোন অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর দৃষ্টিগোচর করেন। তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) পুঁজিবাজার এ একজন গুরুত্বপূর্ণ তদারক হিসাবে কাজ করতে পারেন। এসব ধস ও কারসাজির তথ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কে জানানো ও এসব তথ্য-প্রকাশকারীকে রক্ষা করার মাধ্যমে পুঁজিবাজারের পরিবেশ উন্নত করাই এই বিধিমালার উদ্দেশ্য।

এই বিধিমালা অনুযায়ী কোনো তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) নিজে অথবা তার আইনজীবীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফরমে অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে কোনো তথ্য জানাতে পারবেন। এছাড়াও অনলাইন পোর্টাল চালু হলে এর মাধ্যমেও নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য জানাতে পারেন। তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) তথ্য প্রদান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। তথ্য-প্রকাশকারী(Whistleblower) পরিচয় এই বিধিমালা মোতাবেক গোপন রাখা হবে এবং তথ্য-প্রকাশকারীকে (Whistleblower) কোনোরূপ হয়রানি করা যাবে না। এই আইন কোনো তথ্য-প্রকাশকারীকে (Whistleblower) বিভিন্ন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। এই আইনের বিধি মোতাবেক কমিশন একজন অতিরিক্ত পরিচালক বা তদূর্ধ্ব কোনো অফিসার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ দপ্তর গোপনীয়তার সাথে তথ্যের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করবে। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিললে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ (ন্যূনতম ৩ দিনের নোটিশ) দেওয়া হবে। এরপর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে প্রচলিত Securities and Exchange Commission Act, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩, ডিপোজিটরি আইন, ১৯৯৯, এক্সচেঞ্জ ডিমিউচুইয়ালাইজেশন আইন ২০১৩ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থার কথা গোপনে তথ্যদাতাকে জানানো হবে। শাস্তি অভিযোগটি ভিত্তিহীন বা তুচ্ছ প্রমাণিত হলে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কেউ অসং উদ্দেশ্যে জেনেগুনে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে তিনি এই আইনের কোনো সুরক্ষা পাবেন না এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সত্য তথ্য দিয়ে বাজার কারসাজি বা দুর্নীতি ধরায় সাহায্য করলে তথ্যদাতার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে দোষীদের কাছ থেকে যে জরিমানা বা অর্থদণ্ড আদায় হবে, তার সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ (তবে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত) তথ্যদাতাকে গোপনীয়তা বজায় রেখে আর্থিক প্রণোদনা বা সম্মাননা হিসেবে দেওয়া যাবে। উল্লেখ্য, বেনামে তথ্য দিলে এই আর্থিক পুরস্কার পাওয়া যাবে না।

তথ্যসূত্র (References)

- https://sec.gov.bd/storage/laws/Notification_18.05.2026.pdf

সম্পাদনায় :

সিবগাত বিন ফারুক

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ,

সিএমএসএফ/আটকেন/২০২৬/১০/০১

সিএমএসএফ

যোগাযোগ : +৮৮০২৪১০৫২৪৩০-৩১ (Ext-১৩০)